

২০-০৮-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য বাবা সব বাচ্চাদের কোন্ মুখ্য শিক্ষাটি প্রদান করেন?

উত্তর:- বাবা বলেন - বাচ্চারা, পুণ্যাত্মা হতে হলে ১. শ্রীমৎ অনুযায়ী সদা চলতে থাকো। স্মরণের যাত্রায় গাফিলতি করো না। ২. আত্ম-অভিমানী হওয়ার পুরোপুরি পুরুষার্থ করে কাম বিকার রূপী মহাশত্রুকে পরাজিত করো। এই হলো সময় - পুণ্যাত্মা হয়ে এই দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাওয়ার।

ওম্ শান্তি। বাবা রোজ বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন। শিববাবার উদ্দেশ্যে বলা হবেনা যে শিববাবা হলেন সন্তানধারী। আত্মারা তো হলো ই অনাদি। পিতাও তাই। এই সময় যখন বাপ এবং দাদা একত্রে আছেন তখনই বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। বাচ্চারা হল অনেক, যাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। এক একজনের কর্মের চার্ট রাখতে হয়। যেমন লৌকিক পিতার চিন্তা থাকে, তাইনা। তারা চিন্তা করে - আমাদের সন্তানও যদি এই ব্রাহ্মণ কূলে এসে যায় তাহলে ভালো হয়। আমাদের বাচ্চারাও পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যাবে। এই পুরানো দুনিয়ায় নর্দমায় যেন ভেসে না যায়। অসীম জগতের পিতার আত্মা রূপী বাচ্চাদের চিন্তা থাকে। অনেক সেন্টার আছে, কোন্ বাচ্চাকে কোথায় পাঠাতে হবে, যাতে সে সুরক্ষিত থাকে। আজকাল সেফটি থাকা খুবই মুশকিল। দুনিয়ায় কোনো সেফটি নেই। স্বর্গে তো প্রত্যেকের সেফটি আছে। এখানে কোনো সেফটি নেই। যেভাবেই হোক বিকার রূপী মায়ার কবলে পড়ে যায়। এখন তোমরা আত্মারা এখানে পড়াশোনা করছো। সত্যের সঙ্গ এখানেই আছে। এখানেই দুঃখধাম থেকে বেরিয়ে সুখধামে যেতে হবে। কারণ এখন আত্মা রূপী বাচ্চারা জানে দুঃখধাম কি, সুখধাম কি। যথাযথ বর্তমান সময় হলো দুঃখধাম। আমরা অনেক পাপ কর্ম করেছি এবং সেখানে পুণ্য আত্মারা বসবাস করে। আমাদের এখন পুণ্য আত্মায় পরিণত হতে হবে। এখন তোমরা প্রত্যেকে নিজের ৮৪ জন্মের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি জেনেছো। দুনিয়ায় কেউ ৮৪ জন্মের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি জানে না। এখন বাবা এসে সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী বুঝিয়েছেন। এখন তোমরা জানো আমাদের সম্পূর্ণ পুণ্য আত্মায় পরিণত হতে হবে - স্মরণের যাত্রা দ্বারা। এতেই অনেকে গাফিলতি করে ধোঁকা খায়। বাবা বলেন এই সময়ে গাফিলতি করা ভালো নয়। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। তাতেও মুখ্য কথা হলো এক তো স্মরণের যাত্রায় থাকো, দ্বিতীয় কাম বিকাররূপী মহা শত্রুকে পরাজিত করো। বাবাকে সব আত্মারাই ডাকে কারণ তাঁর কাছেই শান্তি ও সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় আত্মাদের। পূর্বে দেহ-অভিমানী ছিলে, তাই কিছু জানতে না। এখন বাচ্চাদের আত্ম-অভিমানী বানানো হয়। নতুনদের সর্বপ্রথমে এক দৈহিক পিতা, দ্বিতীয় অসীমের আত্মিক পিতার পরিচয় দিতে হবে। অসীমের পিতার কাছে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। দৈহিক পিতার কাছে নরকের প্রাপ্তি হয়। সন্তান যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন সে সম্পত্তির অধিকারী হয়। যখন বোধ আসে তখন ধীরে ধীরে মায়ার অধীন হয়ে যায়। সেসব হলো রাবণ রাজ্যের অর্থাৎ বিকারী দুনিয়ার নিয়মাবলী। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো এই দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হচ্ছে। একমাত্র গীতায় বিনাশের বর্ণনা আছে অন্য কোনো শাস্ত্রে মহাভারতের মহাভারী যুদ্ধের বর্ণনা নেই। এ হলো গীতার পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। গীতার যুগ অর্থাৎ আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা। গীতা হলো দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। অতএব এ হলো গীতার যুগ, যখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। মানুষকে পরিবর্তন করতে হবে। মানুষকে দেবতায় পরিণত হতে হবে। নতুন দুনিয়ায় অবশ্য দিব্য গুণ-যুক্ত মানুষ চাই, তাইনা। এই সব কথা দুনিয়ার মানুষ জানে না। তারা তো কল্পের আয়ু কাল অনেক বলে দিয়েছে। এখন বাচ্চারা বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন - তোমরা বুঝেছো যে, এখন বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন এই কথাটি সঠিক। কৃষ্ণকে কখনও পিতা, শিক্ষক বা গুরু বলা যাবেনা। কৃষ্ণ যদি শিক্ষক হয় তবে শিক্ষা কোথা থেকে পেয়েছে? কৃষ্ণকে জ্ঞান সাগর তো বলা যাবে না।

এখন বাচ্চারা তোমাদের গিয়ে বড়দের বোঝাতে হবে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে হবে যাতে সার্ভিসের বৃদ্ধি কীভাবে করা যায়। বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিস কীভাবে করা হবে। ব্রহ্মাকুমারীদের নিয়ে যে এতখানি হাস্যামা করে, তারা পরে বুঝবে যে এরা তো প্রকৃত সত্য। বাকি দুনিয়া তো মিথ্যা বলে, তাই সত্যের নৌকোটি দোলাতে থাকবে। ঝড় তুফান তো আসে তাইনা। তোমরা হলে নৌকো তাই পার হয়ে যাও। তোমরা জানো আমাদের এই মায়াবী দুনিয়া থেকে পার হয়ে যেতে হবে। সবচেয়ে প্রথম নম্বর তুফান বা ঝড় হলো দেহ-অভিমানের। এটা হলো সবথেকে খারাপ। এই ঝড় সবাইকে পতিত করেছে। তাই তো বাবা বলেন কাম বিকার হলো মহাশত্রু। এই ঝড় যেন খুবই তীব্র। কেউ তো এই বিকার রূপী ঝড়কেও পরাজিত করেছে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও চেষ্টা করে সুরক্ষিত থাকার। কুমার-কুমারীদের জন্য তো খুবই সহজ তাই নাম গায়ন

আছে কানহাইয়া বা কৃষ্ণ। এতজন কন্যারা অবশ্যই শিববাবার। দেহধারী কৃষ্ণের এতজন কন্যা তো হওয়া সম্ভব নয়। এখন তোমরা এই পড়াশোনা দ্বারা পাটরানী হচ্ছে, এতে পবিত্রতা ই হলো মুখ্য। নিজেকে দেখতে হবে যে স্মরণের চার্ট ঠিক আছে তো? বাবার কাছে কারো ৫ ঘন্টার, কারো ২-৩ ঘন্টার চার্টও আসে। কেউ তো লেখেই না। খুব কম স্মরণ করে। সবার যাত্রা একরস হওয়া সম্ভব নয়। এখনও বাচ্চাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হবে। প্রত্যেককে নিজের চার্ট দেখতে হবে - আমি কোন্ পদ মর্যাদার অধিকারী হবো? কতখানি খুশী অনুভব হয়? আমাদের সর্বদা খুশীর অনুভব কেন হয় না? যখন উঁচু থেকে উঁচু পিতার সন্তান হয়েছি। ড্রামা অনুসারে তোমরা অনেক ভক্তি করেছো। ভক্তদের ভক্তির ফল দিতে বাবা এসেছেন। রাবণ রাজ্যে তো বিকর্ম হয়েই থাকে। তোমরা পুরুষার্থ করো - সতোপ্রধান দুনিয়ায় যাওয়ার। যারা পুরুষার্থ করবে না তারা সতো স্থিতিতে আসবে। সবাই তো এতো জ্ঞান গ্রহণ করতে পারবে না। সংবাদ নিশ্চয়ই শুনবে। সে তো সর্বত্র থাকতে পারে তাই দুনিয়ার কোণায় কোণায় যাওয়া উচিত। বিদেশেও সংবাদ পৌঁছানোর মিশন যাওয়া উচিত। যেমন বৌদ্ধদের, খ্রিস্টানদের মিশন আছে না। অন্য ধর্মের মানুষকে নিজের ধর্মে নিয়ে আসার মিশন থাকে। তোমরা বোঝাও যে আমরা আসলে দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম। এখন হিন্দু ধর্মের হয়েছি। তোমাদের কাছে বিশেষ ভাবে হিন্দু ধর্মের মানুষ যাই আসবে। তাদের মধ্যেও যারা শিবের পূজারী, দেবতাদের পূজারী হবে তারা আসবে। যেমন বাবা বলেন - রাজাদের সেবা করো। তারা প্রায়শঃ দেবতাদের পূজারীই হন। তাদের মহলে মন্দির থাকে। তাদের কল্যাণও করতে হবে। তোমরাও এমন চিন্তন করো যে, আমরা বাবার সঙ্গে দূরদেশ থেকে এসেছি। বাবা তো এসেছেন নতুন দুনিয়া স্থাপন করার জন্য। তোমরাও তাই করছো। যে স্থাপনা করবে সে পালনা অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণও করবে। অন্তরে নেশা ভাব থাকা উচিত - আমরা শিববাবার সঙ্গে এসেছি দৈবী রাজ্য স্থাপন করতে, সম্পূর্ণ বিশ্বকে স্বর্গ বানাতে। আশ্চর্য কথা হলো এই দেশে ভক্তরা কত কি করতে থাকে। কেমন করে পূজা অর্চনা করে। নবরাত্রিতে দেবীদের পূজা হয়, তাইনা। রাত্রি যখন আছে তো দিনও আছে। তোমাদের একটা গান আছে না - কি কৌতুক দেখলে মাটির পুতুল বানিয়ে, শৃঙ্গার করে তারই পূজা করে, এই করতে করতে এমনই মোহ হয়ে যায় যে, ভাসানের সময়ে চোখে জল এসে যায়। মানুষ যখন মারা যায় তখন শব যাত্রা শুরু করে হরি বোল, হরি বোল করে জলে ডুবিয়ে দেয়। অনেকেই যায়, তাইনা। নদী তো সর্বদা আছে। তোমরা জানো এই স্থানটি যমুনা নদীর তীর ছিলো, যেখানে রাস বিলাস ইত্যাদি করতো। সেখানে তো বিশাল মহল থাকে। তোমাদেরই গিয়ে বানাতে হবে। যখন কোনো বড় পরীক্ষা পাস করা হয় তখন বুদ্ধিতে এই কথা চলে - পাস করে এই কাজ করবো, বাড়ি ইত্যাদি বানাবো। বাচ্চারা তোমাদের এই কথা স্মরণে রাখতে হবে যে আমরা দেবতা হই। এখন আমরা নিজের ঘরে (পরমধাম) ফিরে যাবো। পরমধাম স্মরণ করে খুশীতে থাকা উচিত। মানুষ যাত্রা করে ফিরে এসে খুশী অনুভব করে। এখন আমরা ঘরে ফিরছি। যেখানে জন্ম হয়েছিলো। আমরা আত্মা, আমাদের ঘর হলো মূলবতন। কতখানি খুশী অনুভব হওয়া উচিত। মানুষ এত ভক্তি করে মুক্তির জন্য। কিন্তু ড্রামাতে এমনই পার্ট আছে যে, কেউ ফিরে যেতে পারে না। তোমরা জানো তাদেরকে অর্ধকল্প পার্ট প্লে করতেই হবে। আমাদের এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়। এখন ফিরে যাবো এবং তারপরে রাজধানী তে আসবো। ব্যস, ঘর আর রাজধানী অর্থাৎ পরমধাম ও স্বর্গের স্মরণে থাকো। এখানে বসে কারো নিজের কারখানা ইত্যাদি স্মরণে থাকে। যেমন দেখো বিড়লা, তার অনেক কারখানা ইত্যাদি আছে। সারা দিন সেসবের চিন্তা তো থাকবেই। তাদেরকে যদি বলা হয় বাবাকে স্মরণ করো তো তাদের স্মরণে অনেক বাধা আসবে। ক্ষণে ক্ষণে ব্যবসা ইত্যাদির কাজ স্মরণে আসতে থাকবে। সবচেয়ে সহজ হলো মাতাদের জন্য, কন্যাদের জন্য। জীবিত থেকে মৃত সম থাকতে হবে, সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে। তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে শিববাবার সন্তান হও, একেই জীবিত থেকে মৃত হওয়া বলা হয়। দেহ সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে শিববাবার সন্তান হতে হবে। শিববাবাকেই স্মরণ করতে থাকতে হবে কারণ মাথায় পাপের বোঝা আছে। ইচ্ছে তো সবারই হয়, আমরা জীবিত থেকে মৃত হই শিববাবার আপন হই। শরীরের অনুভূতি যেন না থাকে। আমরা অশরীরী এসেছিলাম আবার অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে। বাবার আপন হয়ে বাবা ব্যতীত অন্য কেউ যেন স্মরণে না আসে। এমনটা যদি শীঘ্র হয়ে যায় তাহলে তো যুদ্ধও তাড়াতাড়ি হওয়া সম্ভব। বাবা অনেক বোঝান আমরা তো শিববাবার আপন তাইনা। আমরা সেখানকার নিবাসী। এখানে তো অনেক দুঃখ আছে। এখন এই হলো শেষ জন্ম। বাবা বলেছেন তোমরা সতোপ্রধান ছিলে তখন অন্য কেউ ছিলো না। তোমরা অনেক ধনী, সমৃদ্ধ ছিলে। যদিও এই সময় টাকা পয়সা আছে কিন্তু এইসব তো কিছুই না। সবই কড়ি। এই সব হলো অল্পকালের সুখের জন্য। বাবা বুঝিয়েছেন - অতীতে দান-পুণ্য করেছো তাই টাকাও অনেক প্রাপ্ত হয়। আবার দান করো। কিন্তু এই হলো একটি জন্মের কথা। এখানে তো জন্ম-জন্মান্তরের জন্য সমৃদ্ধ হয়ে যাও। যত বিরাট ভূমিকা, ততই বেশী দুঃখ প্রাপ্তি। যাদের ধন অনেক তারা অনেক কিছুতে জটিল ভাবে জড়িয়ে থাকে। কোথাও স্থির হতে পারে না। কোনো সাধারণ গরিব মানুষই সমর্পণ করবে। বিত্তবান ধনী মানুষ কখনোই হবে না। তারা উপার্জন করে নাতি-নাতনীদেব জন্য যাতে তাদের বংশ চলতে থাকে। তারা নিজেরা সেই ঘরে আসবে না। নাতি নাতনী আসবে, যারা সুকর্ম করেছে। যেমন যারা অনেক দান করে তারা রাজা হয়। কিন্তু এভারহেলদি তো হয় না। রাজা হলে কি হবে,

অবিনাশী সুখ তো থাকে না। এখানে প্রতি পদক্ষেপে অনেক রকমের দুঃখ আছে। সেখানে এইসব দুঃখ দূর হয়ে যায়। বাবাকে আহবান করে যে আমাদের দুঃখ দূর করো। তোমরা জানো সব দুঃখ দূর হবে। শুধু বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। একমাত্র বাবা ব্যতীত অন্য কারো কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না। বাবা সম্পূর্ণ বিশ্বের দুঃখ দূর করেন। এইসময় পশু ইত্যাদিও খুব দুঃখে আছে। এ হলো দুঃখধাম। দুঃখ বৃদ্ধি হতে থাকে, তমোপ্রধান হতে থাকে। এখন আমরা সঙ্গমযুগে বসে আছি। তারা সবাই কলিমুগে আছে। এই হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। বাবা আমাদের পুরুষোত্তম বানাচ্ছেন। এই কথাটি স্মরণে থাকলেও খুশী অনুভব হবে। ভগবান পড়ান, বিশ্বের মালিক করেন। এই কথা স্মরণ করো। তাঁর সন্তান পড়াশোনা দ্বারা ভগবান-ভগবতী হওয়া উচিত তাইনা। ভগবান তো সুখ প্রদান করেন তাহলে দুঃখ কীভাবে প্রাপ্ত হয় ? সে কথাও বাবা বসে বোঝান। ভগবানের সন্তান দুঃখে আছে কেন, ভগবান হলেন দুঃখহর্তা সুখকর্তা। অতএব নিশ্চয়ই দুঃখের সময়ে আসেন তবেই তো গায়ন আছে। তোমরা জানো বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। আমরা পুরুষার্থ করছি। এতে কোনো সংশয় থাকা উচিত নয়। আমরা বি.কে.রা রাজযোগ শিখছি। এই কথা মিথ্যা নয়। কারো সংশয় এলে বোঝানো উচিত, এইটি তো হলো পড়াশোনা। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে। আমরা হলাম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ শিখা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তাহলে ব্রাহ্মণও অবশ্যই থাকা উচিত। তোমাদেরও বোঝানো হয়েছে তাই তো দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে। যদিও মুখ্য কথা হলো স্মরণের যাত্রা, এতেই বিঘ্ন আসে। নিজের চার্ট দেখতে থাকো - আমরা কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করি, কতক্ষণ আমাদের খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকে ? এই আন্তরিক খুশী থাকা উচিত যে আমাদের বাগানের মালিক-পতিত-পাবনের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা শিববাবার সঙ্গে ব্রহ্মা দ্বারা হ্যান্ড-শেক করি।

আম্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের ঘর (পরমধাম) এবং রাজধানীকে স্মরণ করে অপার খুশীতে থাকতে হবে। সদা যেন স্মরণে থাকে - এখন আমাদের যাত্রা পূর্ণ হয়েছে, আমরা ফিরে যাই নিজের ঘর (পরমধাম), তারপরে রাজধানীতে (স্বর্গে) আসবো।

২) আমরা শিববাবার সঙ্গে ব্রহ্মা দ্বারা হ্যান্ড শেক করি, তিনি হলেন বাগানের মালিক আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করছেন। আমরা এই পড়াশোনা দ্বারা স্বর্গের পাটরানী হই - এই আন্তরিক খুশীতে থাকা উচিত।

বরদান:- অব্যভিচারী এবং নির্বিঘ্নস্থিতি দ্বারা ফার্স্টজন্মেরপ্রালঙ্কারী সমীপওসমানভব*

ব্যখ্যা: যে বাচ্চারা এখানে বাবার গুণ এবং সংস্কারের নিকটে আছে, সর্ব সম্বন্ধ দ্বারা বাবার সঙ্গ বা সমানতা অনুভব করে তারা-ই সেখানে রয়্যাল কুলে ফার্স্ট জন্মের সম্বন্ধে নিকটে আসে। ২- ফার্স্ট তারা-ই আসবে যারা আদি থেকে এখনও পর্যন্ত অব্যভিচারী এবং নির্বিঘ্ন থেকেছে। নির্বিঘ্ন শব্দের অর্থ এই নয় যে বিঘ্ন আসবে না কিন্তু বিঘ্ন বিনাশক বা বিঘ্নের উপরে সদা বিজয়ী থাকবে। এই দুটি কথা যদি আদি থেকে অন্ত ঠিক আছে তবে ফার্স্ট জন্মে সঙ্গী হবে।

স্লোগান:- সাইলেন্সের পাওয়ারের দ্বারা নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করো ।*